কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও সহায়তা প্রদান

শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ-এমপি।

তিনি বলেন, জাতির পিতা একটি অসাম্প্রদায়িক দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ক্ষুধামুক্ত, উন্নত ও আত্মমর্যাদাশীল দেশ হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সাড়ে তিন বছরের মাথায় সোনার বাংলা গড়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু। তাকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ব্যাহত করা হয়েছে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সংগ্রাম করে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নের ধারায় ফিরেছে। যে বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল আজকে সেই বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

আজ শনিবার (১৬মার্চ) সকালে ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও সহায়তা প্রদানকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন। একসময় এই এলাকাটি চর এলাকা ছিল। এখন রাস্তা ঘাটসহ এলাকায় অনেক পাকা বাড়ী হয়েছে। এলাকার মানুষের উন্নয়ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষুধামুক্ত এবং দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাচ্ছেন বলেই এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ-এমপি আরও বলেন, এমন ভয়াবহ আগুন যা আগে কখনো দেখিনি এই এলাকাবাসী।ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা ভেঙে পড়বেন না মনোবল হারাবেন না। আপনাদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যা যা করণীয় তাই করতে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাবো। এনজি থেকে যারা লোন

নিয়েছেন আগামী ৬ মাসে কোন কিস্তির টাকা দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ না করে বিষয় টি দেখতে জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করেন তিনি। একইসাথে বিনাসুদে ঋণ প্রদান করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা যেন ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারে এজন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ কামারুল আরেফিন বলেন, অগ্নিকান্ডের ঘটনার সময় আমি ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা অপারেশন থিয়েটার চালুর অনুষ্ঠানে ছিলাম। এলাকার মানুষের জন্য হাসপাতালের অপারেশন চালুর পর এক প্রসুতি মায়ের সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে নবজাতককে কোলে নিয়ে যখন আনন্দ উল্লসিত করছও ঠিক তখনই এই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে আমি নিজে ছুটে যায়। এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করি। একেএকে ফায়ার সার্ভিসের বারোটি ইউনিটের মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। ততক্ষণে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় হাজারো কৃষকের স্বপ্ন। এরপর আমরা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে আমাদের নেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপির পরামর্শে এবং সহায়তায় তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। আমরা আজকে ৫০০ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী, শাড়ী, লুঙ্গি ও প্রত্যেককে দুই হাজার টাকা দিচ্ছি। এবং আমি কথা দিচ্ছি আগামী ঈদের সামনে বাকী ৩৬৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে এমন সহায়তা প্রদান করবো পাশাপাশি এসব কৃষকরা যেন ক্ষতি কাটিয়ে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ কামারুল আরেফিন-এমপি, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ এহেতেশাম রেজা, ভেড়ামারা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ রফিকুল আলম চুনু, ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আক্তারুজ্জামান মিঠু, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আকাশ কুমার কুন্ডু, মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত আবুল কাশেম জোয়ার্দার, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ভেড়ামারা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আলম জাকারিয়া টিপু ও বাহাদুরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল রানা পবন প্রমুখ।

পরে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ পরিবারের প্রত্যেককে চাল, ডাল, তেল, খেজুর, সেমাই, চিনি, ছোলা, শাড়ী, লুঙ্গিসহ দুই হাজার নগদ টাকা প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় এলিট ক্লাব জোনের শো-রুম উদ্বোধন

গ্রাহকদের চাহিদা, রুচিশীলতা, আধুনিকতা ও আয়ের সক্ষমতার কথা বিবেচনায় রেখে কুষ্টিয়া শহরে আধুনিক ডিজাইনের নারী-পুরুষের জন্য নানান ধরনের কালেকশন নিয়ে এলিট ক্লাব জোনের শোরুম উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় শহরের ছয় রাস্তা মোড়ে ফিতা কেটে এ শো রুমের উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া পৌরসভার ২ নং পৌর কাউন্সিলর খন্দকার মাজেদুল হক ধীমান।

এলিট ক্লাব জোনের স্বত্বাধিকারী মো: বিল্লাল এর সভাপতিত্বে এসময় কুষ্টিয়া চেম্বার কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক মেজবার রহমান, ডা: ফয়সাল আরেফিন রাজীব, কুষ্টিয়া সিটি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রোটারিয়ান ওবাইদুর রহমান, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা লেখক ও গবেষক ইমাম মেহেদী, ব্যবসায়ী আশফাক আহমেদ শিপলু, সময়ের কাগজের সহকারী সম্পাদক শফিউর রহমান হোলালসহ ব্যবসায়ী ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

এলিট ক্লাব জোনের স্বত্বাধিকারী মো: বিল্লাল জানান, এলিট ক্লাব জোনের সামগ্রীর মান ও দামের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখে গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এর প্রোডাক্ট নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি।

প্রত্যেকটি পুরুষদের জন্য শার্ট, টি-শার্ট, পাঞ্জাবী, গ্যাবাডিন, জিন্স প্যান্ট সহ নারীদের তৈরী পোষাকের বিপুল সমাহার। কম মূল্যে আধুনিকতার ছোঁয়া দিতেই এলিট ক্লাব জোনের পণ্যসামগ্রী দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আগুনে পুড়লো শতশত বিঘা পানবরজ

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কয়েকটি গ্রামের শতশত বিঘার পানের বরজ। আজ রবিবার দুপুরে উপজেলার রায়টা পাথরঘাটা গ্রামে ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ভেড়ামারা ও মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

গোসাইপাড়া এলাকার বয়ষ্ক আবদুল লতিফ বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো মাঠে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মুহুর্তেই কয়েকশো বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। সব পানের বরজ পুড়ে গেছে। কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান তিনি। তবে এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বলেন, হঠাৎ পানের বরজে আগুন দেখতে পাই আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন পার্শ্ববর্তী ক্ষেতগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১০০ বিঘা পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুনের লেলিহান শিখা দাউদাউ করে জ্বলছে। পানবরজ পুড়ে আশেপাশের বসতবাড়ীতেও জ্বলছে এ আগুন।

ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক রফিকুজ্জামান বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, মিরপুর, ঈশ্বরদী, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা থেকে ফায়ার সার্ভিসের টিম কাজ করেছে। আগুন দুই কিলোমিটার ছড়িয়ে পড়ে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠো।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক জানে আলম জানান, দুপুরে রায়টা পাথরঘাট মাঠের একটি পানের বরজে আগুন লাগে। পরে পাশের বরজেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে পুরো মাঠে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে ওই এলাকায় পানি না থাকায় আমাদের রিজার্ভ পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিলাম। এছাড়া প্রচণ্ড বাতাসের কারণে আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয়েছে। আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বাহাদুরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল রানা জানান, রায়টা থেকে শুরু করে রায়টা, মাধবপুর ও গোসাইপাড়া এলাকার কয়েকশত বিঘা পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুনে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছি।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কুষ্টিয়া ২ আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউএনও আকাশ কুমার কুন্ডু।

ডাক বিভাগকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করা হবে: পলক

ডাক বিভাগকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

তিনি বলেন, সার্ভিস ডেলিভারি, ব্যাংকিং, ই-কমার্স ও বীমা এই ৪টি সেবা পাবলিক-প্রাইভেট ও মিডিয়া পার্টনারশিপের সমন্বয়ে আগামীর সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট ডাক বিভাগ গড়ে তুলবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামীর সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট ইকোনমি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে স্মার্ট ডাক বিভাগ।

গতকাল শনিবার রাতে কুষ্টিয়া প্রধান ডাক ঘর চত্বরে ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নব-নির্মিত প্রধান ডাক ভবনের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ সব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আমরা গত ১৫ বছরে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করেছি, ইন্টারনেট সহজলভ্য করেছি; যার ফলে আইটি সেক্টরে ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, ১৩ লক্ষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তৈরি হয়েছে এবং আইসিটি একটি রপ্তানি খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। ৪টি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবার মান ও পরিধি আরও বৃদ্ধি করে আমাদের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে স্মার্ট

প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরবো।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের আওতায় আগামী ৬ মাসের মধ্যে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান দেশের ৬৪ জেলার ডাক বিভাগকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করা হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল আমিনুর রহমান, কুষ্টিয়া ডেপুটি পোস্ট মাস্টার মিরাজুল হক, ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল (ইএমসি) খন্দকার মাহবুব হোসেন, কুষ্টিয়া প্রধান ডাক ঘরের পোস্ট মাস্টার আবুল কালাম আছাদ, সুপার অলক কুমার বিশ্বাসসহ স্থানীয় রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী কালিশংকপুরে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার এর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

কুষ্টিয়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

‘নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ’- এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে কুষ্টিয়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া পাবলিক স্কুলের আয়োজনে আজ শুক্রবার বিকেলে শহরের আঞ্জুম’স কিচেনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়া পাবলিক স্কুলের সহকারী পরিচালক শাহানাজ আমানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া ডায়াবেটিকস হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: মোহনা, আঞ্জুম’স কিচেনের সিওও সাফিনা আঞ্জুম জনী, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের লেকচারার ইফফাত জাহান হীরা, আইডিএলসি ফিন্যান্স পিএলসির কর্মকর্তা শাহোদা বিভা, সানরাইজ প্রি ক্যাডেট স্কুলের শিক্ষক রহিমা আক্তার দিপু, কুষ্টিয়া পাবলিক স্কুলের প্রদান শিক্ষক

আরিফুর রহমান, সহকারী শিক্ষক চুমকি খাতুন, বন্যা খাতুন, শারমিন আক্তার প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটার ফলে কর্মস্থলে নারীর কাজের পরিবেশও তেমন অনুকূল হয়ে ওঠেনি। তারা আরো বলেন যে, আমাদের প্রত্যাশা একটাই নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা। নারীর ওপর বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাধারা ভেঙে দিতে হবে। নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে মানবিক সমাজ গড়তে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, নারীরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের নিরাপত্তার জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। তারা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে। নারীরা এই দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নারীদের অধিকার নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে তাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরে কেক কেটে দিবসটি স্মরণীয় করে রাখা হয়।

শিশুর মুখে ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা শেষে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ চলছিল মিরপুর উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে।

মাইকে ঘোষনা এলো ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ভাষণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সোয়াইব হোসেনকে প্রথম পুরষ্কার গ্রহণ করতে। সাদা পাঞ্জাবি পয়জামাতে কালো মুজিব কোর্ট পরিহিত সোয়াইব এলো পুরষ্কার গ্রহণ করলেন এমপির কাছ থেকে। ঠিক সেসময়ই এমপি কামারুল আরেফীন সেই ভাষন শুনতে মাইক্রোফোন এগিয়ে দিলেন।

মাইকে তখন শিশুকণ্ঠে ভেসে এলো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের কালজয়ী সেই ভাষণ। মুজিব কোট পরা শিশুটি তর্জনী উঁচিয়ে বলে চলেছে- ‘আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই

জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি- আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে…’

ভাষণ চলছে। অডিটোরিয়ামে সুনসান নীরবতা। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে ভাষণের প্রতিটি কথা। যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে প্রতিটি অক্ষরের আক্ষরিক অর্থ। মাঝে মাঝে ভাষণের টার্ন বুঝে সেদিনের মতো চিৎকারও দিচ্ছিলেন কেউ কেউ। ভাষণের সেই মুহূর্তটি মোবাইল ক্যামেরায় ধারণ করে নিয়েছেন উপস্থিত প্রায় সবাই।

‘প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায়, ইউনিয়নে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।’-ভাষণ শেষ করেই তারকা বনে যায় শিশুটি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কামারুল আরেফীন তার ভাষণে খুশি হয়ে তাকে পুরষ্কৃত করেন।

মিরপুর উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া-২(মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন,উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন,মিরপুর থানা অফিসার ইনচার্জ মোস্তফা হাবিবুল্লাহ সহ উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ কীভাবে শেখা হলো- জানতে চাইলে সোয়াইব বলেন, ‘আমি শিখেছি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শুনে। অনেক চেষ্টার পর আমি এটা মুখস্ত করতে পেরেছি। এটা শিখতে আমার প্রায় দুই মাস সময় লেগেছে।’ ভাষণ শুনতে শুনতে ভাষণটি মুখস্থ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছে বলেও জানান তিনি।

৭ মার্চ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছি। কিন্তু পুরষ্কার নিতে এসে স্বয়ং এমপি মহোদয়

সহ অনেকের সামনে ভাষণটি সবার মাঝে তুলে ধরে খুব আনন্দ লেগেছে বলে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে সোয়াইব।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক নৃত্য প্রতিযোগিতায় ১ম হলেন মিরপুরের রনক

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা ২০২৪-এ নৃত্য প্রতিযোগিতায় খুলনা বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থানে বিজয়ী হয়েছে ৩য় শ্রেনীর মেধাবি শিক্ষার্থী রনক। খুলনা বিভাগের মধ্যে স্কুল পর্যায়ে নৃত্য প্রতিযোগিতায় সে ১ম স্থান লাভ করে।

রনক মিরপুর উপজেলার খাদিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র।

সে উপজেলার নয় মাইল কাচারী এলাকার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম ও মোছা: রুমা খাতুন দম্পতির সন্তান। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

তার মা মোছা: রুমা খাতুন বলেন, আমার ছেলে ছোটবেলা থেকে গানের সাথে নৃত্য করতেন। তবে তার আগ্রহ বেশি থাকায় ভেড়ামারা শিল্পকলা একাডেমির নৃত্য শিক্ষক নাসিরুল ইসলামের কাছে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে যেতাম। তারা ভালো নৃত্য শিখিয়ে থাকেন। বিভাগের মধ্যে প্রথম হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভেড়ামারা শিল্পকলা একাডেমির নৃত্য শিক্ষক নাসিরুল ইসলাম বলেন, আমি ভেড়ামারায় শিশুদের নৃত্য প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আমার ভেড়ামারা উপজেলার অনেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পুরষ্কার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কেউ কেউ আবার জাতীয় পর্যায়ে পুরষ্কার লাভ করেছে। বিষয়টি অনুধাবন করে মিরপুর উপজেলা থেকে শিশু রনকের মা আমার কাছে নাচ শিখতে আসতো। রনক (বালক) এবার জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

এছাড়াও ভেড়ামারা উপজেলা থেকে সীমন্তিনী চৌধুরী (বালিকা) নৃত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

কুষ্টিয়ায় স্বপ্নভূমি ফুটবল একাডেমির শুভ উদ্বোধন

তরুণ ও যুব সমাজকে মাদকের হাত থেকে রক্ষায় খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) আসনের সংসদ সদস্য আব্দুর রউফ।

সম্প্রতি, কুমারখালী উপজেলার কয়া স্কুলমাঠ প্রাঙ্গনে স্বপ্নভূমি ফুটবল একাডেমির আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, খেলাধুলা করলে মন ও শরীর উভয় ভালো থাকে। খেলাধুলা মাদক থেকে দূরে রাখে। সবারই নিয়মিত খেলাধুলা করা প্রয়োজন। মাদকের কড়াল থাবা থেকে বাঁচতে আগামী প্রজন্মকে মাদক থেকে দূরে রাখতে নিয়মিত খেলাধুলা করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান ছেলে-মেয়েরা ডিজিটাল গেমে আসক্ত হয়ে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে আছে। ফুটবলসহ দেশীয় নানান খেলাধুলার বেশি প্রচলন ঘটাতে হবে। আমাদের এই উপজেলার কৃতি সন্তান স্বপ্নভূমি একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এম মিলন হাসান তার মেধা মননে এবং সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই স্বপ্নভূমি ফুটবল একাডেমি পরিচালনা করে আসছে।

তাই আসুন দেশের একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে আমার-আপনার সকলের নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে স্বপ্নভূমি ফুটবল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এর এই মহৎ উদ্যোগে পাশে থাকি এবং দেশ ও জাতিকে মাদক মুক্ত সমাজ গঠন ও পেশাদার ফুটবলার তৈরিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করি।

অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, আপনার সন্তানদের নিয়মিত

খোঁজ খবর নিবেন।’ খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করে খেলাধুলার প্রতি মনযোগের জন্য সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানান।

স্বপ্নভূমি ফুটবল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এম মিলন হাসানের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমারখালি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল মান্নান খান, কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জিয়াউল হক স্বপন, গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশন্স এর চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ, কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহোদয় মোঃ আকিবুল ইসলাম, কয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ হামিদুল হক, সাধারন সম্পাদক মোঃ আশরাফুল আলম পান্না, জননন্দিত কণ্ঠশিল্পী মিলন মাহমুদ, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সুলতানা ইয়াসমিন লায়লা সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মানবসেবা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এবং সম্পূর্ণ অলাভজনক এই স্বপ্নভূমি ফুটবল একাডেমির যাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু উল্লেখ করে স্বপ্নভূমি একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এম মিলন হাসান বলেন, স্বপ্নভূমি ফুটবল একাডেমি একটি সামাজিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। শিশু, কিশোর ও তরুণদের মেলবন্ধন ও তাদের মাঝে সম্প্রীতির চেষ্টা করা এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে বেড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি করা। সর্বসাধারণের বিনোদনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা, নীতিমালা প্রণয়ন করে ফুটবল খেলাকে উন্নত ও যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করে মেধাবী ও প্রতিভাবান খেলোয়াড় সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা। ফুটবল খেলাকে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেয়া এবং অত্র উপজেলায় মানসম্মত খেলোয়াড় তৈরী করা।

তিনি আরও বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে যুব শক্তির ব্যবহার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা, মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে যুব সমাজকে খেলাধুলায় মনোনিবেশ করা এবং ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে আমি এবং আমার এই স্বপ্নভূমি একাডেমি সদা প্রস্তুত।

এলাকার সকল বয়সের, সকল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের স্বরূপ উপস্থিতিতে এক আনন্দমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরে স্বপ্নভূমি ফুটবল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিবেশিত হয় মনোমুগ্ধকর খেলার নান্দনিক এক প্রদর্শন। এর আগে অতিথিরা লোগো উন্মোচন করেন।

প্রসঙ্গত, স্বপ্নভূমি ফুটবল একাডেমির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম বিগত আরও ৪ মাস আগে থেকেই শুরু হয়েছে এর যাত্রা। কুমারখালি উপজেলার কয়া স্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে ১৫০জন এবং মহাখালী ডিওএইচএস মাঠে ৫০জন প্রতিভাবান কিশোর ও যুবক প্রতিদিন স্বপ্নভূমি ফুটবল একাডেমির উদ্যোগে ফুটবল খেলছে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। যার সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং নেতৃত্ব দিচ্ছেন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এম মিলন হাসান।

কুষ্টিয়ায় এইডস প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় এইচ আই ভি/এইডস প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাসরিন বানু, সিভিল সার্জন ডা: আকুল উদ্দিন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. হায়াত মাহমুদ সহ জেলার সকল দপ্তর প্রধান গণসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

এইডস প্রতিরোধে ভয় নয়, প্রয়োজন সচেতনতা উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, এইডস মানুষের দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এ রোগ সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন করতে বিশ্বজুড়ে পালিত হয় এইডস দিবস। ১৯৮৮ সালে গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক এইডস সোসাইটি এবং সে বছরই ১ ডিসেম্বরকে বিশ্ব এইডস দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর এদিন বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়।

বক্তারা আরও বলেন, যদিও জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে এইচআইভি বা এইডস রোগ নির্মূলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ পর্যন্ত মাত্র ৬৩ শতাংশ রোগী শনাক্ত করা গেছে। তবে, এসডিজির প্রথম শর্ত অনুসারে, এ

সময়ের মধ্যে ৯৫ শতাংশ এইচআইভি আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করার বাধ্যবাধকতা ছিল।

কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন কাল

আগামীকাল কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনকে ঘিরে আদালত চত্বর বর্ণিল সাজে সেজেছে। চারিদিকে ফেস্টুন দিয়ে সাজানো হয়েছে স্ব স্ব প্রার্থীদের প্রচার অভিযান।

প্রার্থীরা সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী ভবন নিরুত্তাপ থাকলেও বর্তমানে নির্বাচনি উত্তাপের আমেজ বইছে ভোটারদের মাঝে। শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে নির্বাচন।

নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা এখনো তুঙ্গে। গত রোববার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর প্রকাশ্য না হলেও দুটি আইনজীবী প্যানেল নির্বাচনি মাঠে সহ-অবস্থানে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদসহ বিভিন্ন পদে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে লড়ছেন।

প্রার্থীদের দলগত সমর্থনে তাদের অনেক ভোটার রয়েছে। নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে চালিয়ে যাচ্ছেন নির্বাচনি প্রচারণা। ভোটারদের কাছেও চলছে প্রার্থীদের বিগত দিনের ভাল-মন্দ কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ।

পেশাগত হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও ভোটকে কেন্দ্র করে একে অপরের সঙ্গে দেখা করছে এবং ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা। প্রার্থীরা আইনজীবীদের সার্বিক কল্যাণে ও সমিতির উন্নয়নের কথা শুনাচ্ছেন ভোটারদের।

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হয়ে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে

একটানা বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। এবারের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন-সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মীর ছানোয়ার হোসেন এবং সদস্য হিসেবে দায়িত্বে আছেন অ্যাডভোকেট আকরাম হোসেন দুলাল ও অ্যাডভোকেট শরীফ উদ্দিন রিমন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, সভাপতি পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও জেলা জজ আদালতের জজশীপের (জিপি) সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট আ.স.ম আখতারুজ্জামান (মাসুম), কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মুহ. হারুনুর রশিদ, অ্যাডভোকেট সোহেল খালিদ মো. সাঈদ অন্যদিকে ক্লিন ও পরিচ্ছন্ন মানুষ, তরুণ আইনজীবীদের প্রিয় প্রার্থী ও জুনিয়র ও সিনিয়র আইনজীবী বান্ধব, একজন প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারি আইনজীবী অ্যাডভোকেট খন্দকার সিরাজুল ইসলাম।

সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শেখ মো. আবু সাঈদ, সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট খাদেমুল ইসলাম এবং কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী অ্যাডভোকেট দেওয়ান মাসুদ করিম মিঠু।